ইত্তেফাক

00.024

তারিখ ... 10.6.86 ...
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম 1 ...

প্রসঙ্গঃ শিক্ষা অফিসারদের আচরণ

প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। এই অভিযোগগুলির অন্যতম হইতেছে উৎকোচ গ্রহণ, সরকারী অর্থ আত্মসাৎ ও ক্ষমতার অপব্যবহার। নওয়াপাড়া হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, অভয়নগর উপজেলার শিক্ষা অফিসার বিল পাস এবং সার্ভিস বুক অডিটসহ বিভিন্ন কাজের জন্য প্রাথমিক শিক্ষকদের নিকট হইতে নিয়মিত উৎকোচ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি বেনামে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গৃহীত উপজেলার ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজের ঠিকাদারী নিয়াছেন বলিয়াও শোনা যায়। এছাড়া তাঁহার বিরুদ্ধে রহিয়াছে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের জন্য যে পাঠ্যপুস্তক প্রেরিত হয় ভুয়া মাস্টার রোল দেখাইয়া তাহার অংশবিশেষ লোপাট করা। অন্যদিকে স্থানীয় শিক্ষক সমিতি তাঁহার এই সমস্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের নিকট ১৯ দফা সম্বলিত একটি অভিযোগনামা পেশ করিয়াছে। অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি উপজেলার শিক্ষার অফিসারের বিরুদ্ধেও। এই শিক্ষা অফিসার নাকি এতই দোর্দণ্ড প্রতাপশালী যে, তিনি কাউকেই তোয়াক্কা করেন না। বিল পাসের সময় উৎকোচ গ্রহণ তো আছেই, উপরন্তু বিভিন্ন অজুহাত সৃষ্টি করিয়াও নাকি শিক্ষকদের নিকট হইতে জোরপূর্বক অর্থ আদায় করিয়া থাকেন। আর তাঁহার প্রতাপ ও ক্ষমতার ভয়ে শিক্ষকরা তাঁহার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করিতে সাহস পান না। কোন শিক্ষক তাঁহার বিরুদ্ধবাদী হইলেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে অনত্র বদলী করিয়া দেন। এই শিক্ষা অফিসারের অন্যায় কার্যকলাপের বিরুদ্ধেও স্থানীয় শিক্ষকরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট নালিশ জানাইয়াছেন। কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই।

বলা বাহুল্য, শিক্ষা অফিসারদের অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ কেবল এই দুইটি উপজেলায়ই নয়, এইরূপ অভিযোগ আছে দেশের অসংখ্য শিক্ষা অফিসারের বিরুদ্ধে এবং এই অভিযোগ প্রায়শঃ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়। অবশ্য উৎকোচ গ্রহণ এবং ক্ষমতা প্রদর্শনের সুযোগ যেখানে আছে তাহার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এখন ইহার অবাধ চর্চা চলে। এই ক্ষমতাধর এবং উৎকোচ গ্রহণকারীদের অর্থ-লোভ ও দাপট প্রতিরোধ করার মত ব্যক্তি ও ব্যবস্থাও যেন কোথাও নাই। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, এটাই বোধ হয় বর্তমান নিয়ম ও ব্যবস্থা। নইলে একজন উপজেলা শিক্ষা অফিসার একই স্থানে থাকিয়া অন্যায়, অপরাধ করিয়া যাইতেছেন শিক্ষকদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁহাকে রোখার কোন ব্যবস্থা নাই। তবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এই অন্যায় বা অব্যবস্থাকে ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করিলে এই দুর্নীতি স্বাভাবিকভাবে শিক্ষকদের মধ্যেও সম্প্রসারিত হইবে। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, এখনই প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের অনেক শিক্ষক শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব পরিহার করিয়া বেতন-ভাতা করায়ত্ত করার দিকেই বেশী ঝুঁকিয়াছেন। শিক্ষা অফিসাররা অব্যাহতভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িলে প্রাথমিক শিক্ষকরা যে ছাত্র-ছাত্রী পড়ানোর পরিবর্তে শিক্ষা অফিসারদের দুর্নীতির পাঁকেই নিজদের জড়াইবেন ইহা প্রায় নিঃসন্দেহ।

অনস্বীকার্য যে, এখন দেশে এমন কোন স্থান বা এলাকা অবশিষ্ট নাই যাহা সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত। এবং চেষ্টা যতই হউক রাতারাতি কোন এলাকা দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভবও হইবে না। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয় একটি নতুন জেনারেশনের সূতিকাগার। এখানকার পবিত্রতা এই জেনারেশনটির সুস্থ ও সুন্দরভাবে গড়িয়া উঠার জন্য অপরিহার্য। তাই আমরা মনে করি, অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গন ও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ দুর্নীতি ও কলুষমুক্ত রাখার সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক। আবশ্যক এই বিভাগের লোকদের, তাহাতে তিনি শিক্ষকই হউন অথবা শিক্ষা অফিসারই হউন, তাঁহাদের সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা। বিষয়টি বিবেচিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।